Bangla bornomala ki hariye jabe
[বাংলা বর্ণমালা কি হারিয়ে যাবে]

জাকারিয়া স্বপন

লেখার শিরোনামটি দেখে কেউ কেউ ভিরমি খেতে পারেন। এবং এটা ভিরমি খাওয়ার জন্যই করা হয়েছে। প্রথমে ইংরেজি বর্ণমালা দিয়ে বাংলা লেখা হয়েছে। তার নিচে আসল শিরোনামটি। যারা ইংরেজি বর্ণমালা পড়তে পারেন না, তারা ওটা বুঝতে পারবেন না। কিন্তু এই পত্রিকার যারা পাঠক, তাদের বেশিরভাগই এটা পড়তে পারবেন বলে আশা করছি। এবং আমি মোটামুটি নিশ্চিত, বেশিরভাগ পাঠক অনায়সেই এটা পড়তে পারবেন।

আরো কয়েকটি চেষ্টা করা যাক। "bhaiya kichhu taka patha", "ami tumake bhalobashi", "cholo biye kore feli?", "sheemar majhe osheem tumi", "amar bhai-er rokte rangano ekushey february, ami ki bhulite pari", "eito tumar prem ogo, ridoyo horono, eije patay alo nache, sonaro borono" (এই তো তোমার প্রেম ওগো, হৃদয় হরনো, এইযে পাতায় আলো নাচে সোনারো বরনো) বিভিন্ন রকমের কয়েকটি পরিচিত কথা এবং গানের পঙ্‌ক্তি এখানে লিখলাম। কারো কি এগুলো পড়তে অসুবিধা হয়েছে? বেশিরভাগ মানুষের হয়নি। কিছু কিছু লোকের হয়তো হয়েছে। কিন্তু দু'একবার চেষ্টা করার পর নিশ্চয়ই আবার ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু একবারও কি কেউ এর অন্তর্নিহিত বিষয়টি চিন্তা করে দেখেছেন?

প্রথমেই প্রশ্ন করা যাক, এগুলো আপনারা পড়তে পারলেন কিভাবে?

এর শুরুটা হয়েছে কমপিউটার দিয়ে; আর এখন এসে ঠেকেছে মোবাইল ফোনে। ইংরেজি বর্ণ দিয়ে বাংলা লেখার প্রচলন শুরু হয় কমপিউটার প্রযুক্তির বিকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে ইন্টারনেট জনপ্রিয় হবার পর থেকে। একটা সময় ছিল, মানুষ কমপিউটারকে পছন্দ করতো না। ভাবতো এটা হলো কেবলমাত্র গবেষণার যন্ত্র। তাই এটা নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু ইন্টারনেট এবং ইমেল চালু হবার পর মানুষ একে আঁকড়ে ধরেছে। মানুষ তার প্রয়োজনের জন্য একে ভালোবেসে ফেলেছে। সারা পৃথিবীর মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ইন্টারনেটের ওপর। কিন্তু কমপিউটারের ভাষা ইংরেজি। তাতেও মানুষ থেমে থাকেনি। তারা প্রথম প্রথম ইংরেজিতে নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু যত কথাই আমরা বলি না কেন, নিজের ভাষার মতো শান্তি আর কিছুতেই নেই। তখন মানুষ ধীরে ধীরে ইংরেজি দিয়ে নিজেদের ভাষা লিখতে শুরু করে। বাংলাও এর বাইরের কিছু নয়। বাংলা ভাষা-ভাষীর মানুষ নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে থাকে ইংরেজি বর্ণমালা দিয়ে।

তারপর একটি বিশাল ঘটনা ঘটে এই গ্রহে। ইমেলের পাশাপাশি চালু হয় চ্যাট সার্ভিস। মানুষ পৃথিবীর একেক প্রান্তে বসে আরেক প্রান্তের মানুষের সাথে সরাসরি লিখে লিখে কথা বলা বা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। আই.আর.সি বা ইন্টারনেট রিলে চ্যাট খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই চ্যাট সার্ভিস এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, মানুষ এখানে কথা বলে জীবনসঙ্গী পর্যন্ত জুটিয়ে ফেলছে। এবং দিনকে দিন এটা বাড়তেই থাকে।

এই চ্যাট জনপ্রিয়তার কারণে আগুনের মাঝে ঘি ঢেলে দেয়ার মতো আসে ইয়াহু নামের একটি কোম্পানি। তারা নিজেদের চ্যাট সেবা চালু করে। ইয়াহু বিপুল জনপ্রিয়তা টেনে নেয়। এর সাথে যোগ দেয় http://gg.gm.gb (মাইক্রোসফট)। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এই সেবাগুলো কিন্তু পুরোপুরি ফ্রি। তাই যার ইচ্ছে সেই ব্যবহার করতে থাকে। এবং এর ফলে পুরো দৃশ্যপট পাল্টে যায়। ইয়াহু আর এমএসএন পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে নিজেদের মধ্যে। এবং কোটি কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকায় বসে একজন মা আমেরিকায় অবস্থিত তার ছেলের সঙ্গে প্রায় বিনে পয়সায় লিখে লিখে কথা বলতে পারেন প্রতি মুহূর্ত। এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যাক-

Ma: sumon, baba tui kemon achhis?
Sumon: ami bhalo achhi ma. Tumi kemon achho?
Ma: bhalo. Tui bhat kheyechhis?
Sumon: na ma. Aj ranna korte pari ni.
Ma: tai bole ki na-kheye thakbi?
Sumon: kichhu ekta kheye nibo ma. Tumi chinta koro na, please.
Ma: chinta korbo na mane ki? Tui na kheye thakbi, ar ami ekhane bhat khabo? Amio khabo na.
Sumon: maaa, tumi ki je paglami koro na. achchha, daraw, bhat boshiye diye ashi. Tumi wait koro.
Ma: ja. ami achhi.
Sumon: ebar khushi tumi?
Ma: hmm. ay, ador kore dei.
Sumon: hmm, daw.

মা ছেলের এই ধরনের কথাবার্তা চলতে পারে প্রতিদিন। ছেলে ভাত বসিয়ে দিয়ে এসে মার সঙ্গে কথা বলতে থাকে। তারপর ভাত রান্না হয়ে গেলে, সেই ভাত খেতে খেতে মার

সাথে কথা বলতে থাকে। এই সুযোগ মানুষ কেনো ব্যবহার করবে না?

এতো বললাম মা ছেলের কথা। প্রেমিক-প্রেমিকাদের কথা আর নাই বললাম। ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারনেটে মানুষ সময় কাটাচ্ছে। মানুষ তার যোগাযোগের একটি মাধ্যম বের করে নিয়েছে। বিগত দশ বছরেই এই বিবর্তন হয়েছে। যেকোনোও শিক্ষিত মানুষের ঘরে কমপিউটার আর ইন্টারনেট ঢুকে গেছে। দিন যত যাবে, এটা আরো বেশি ছড়িয়ে পড়বে। আর আমরা চাইছিও তো তাই। আমরা চাই, এই দেশে যেনো ডিজিটাল ডিভাইড কমে যায়। ফলে গরিবের ঘরে কিংবা স্কুলে কমপিউটার আর ইন্টারনেট চলে যাবে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মানুষ এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়বে।

এরচে ভয়াবহ আঘাত আসে বিগত কয়েক বছরে। সেটা হলো মোবাইল ফোন এবং http://gm.gg.gm (শর্ট ম্যাসেজ সার্ভিস)। এশিয়াতে এসএমএস জনপ্রিয়। বাংলাদেশেও এটা খুব জনপ্রিয়। বাংলাদেশে এখন এক কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহক আছে। এবং এদের বিশাল একটা অংশ হলো শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। কিন্তু কেউ কি একবার খেয়াল করেছেন, এই লক্ষ লক্ষ মানুষ কিভাবে এসএমএস পাঠায়? তারা কিন্তু ইংরেজি বর্ণ দিয়ে বাংলা লিখে থাকেন। যেমন, "ei, lunch korbe na?", "tumi amar jaan, taina?", "bikal 5 tay dekha hobe", "ei, amake ektu ador kore daw na" – এভাবে প্রতিনিয়ত চলছে ভাবের আদান প্রদান। এবং মানুষ নিত্য দিন এই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এখন যদি কাউকে বলেন বাংলায় এসএমএস করতে, তাকে নতুন করে অনেক কিছু শিখতে হবে। মানুষ সেই ঝামেলায় যেতে চাইবে না। মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই জগতের সবাই সহজ পন্থায় যেতে চায়। ঝামেলার রাস্তায় যাওয়ার তো কোনোও অর্থ হতে পারে না। তাই একটা ভয় আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিবর্তনের এই ধারায় আমরাও একদিন ইংরেজি দিয়ে বাংলা লিখতে শুরু করবো নাতো? আমরা আমাদের প্রিয় বর্ণমালাকে হারিয়ে ফেলবো না তো? বাংলা বর্ণমালা কি আসলেই হারিয়ে যাবে?

এই দেশে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা নিয়ে সুর পরিবর্তন করে গাইতে গিয়েছিলেন একজন শিল্পী। তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিলেন এক শ্রেণীর মানুষ। এভাবে একজন শিল্পীর ওপর ঝাপিয়ে পড়াটা কতটা মুক্তমনের কাজ ছিল সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু সেই গোষ্ঠীটি এখন জানেন যে, তাদের গগন অন্ধকার? তাদের অজান্তেই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের ভাষার ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তারা নিজেরা কিংবা তাদের ছেলেমেয়েরাই হয়তো এখন এই নিয়মে চলে এসেছে। সবার অজান্তে কী সাংঘাতিক এক হুমকির মুখে এই ভাষা আজ এখনি কেউ বুঝতে পারছেন না। আরো দশ বছর পর দেখবেন কী হয়। আর, বিশ বছর পর, ত্রিশ বছর পর?

আমরা কথায় কথায় মালয়েশিয়ার কথা টেনে আনি। উন্নয়নের কথা এলেই চলে আসে মালয়েশিয়া এবং আধুনিক মালয়েশিয়ার স্বপ্নকার ড. মাহাথির মুহাম্মদের কথা। কিন্তু তারা কি জানেন, এই মালয়েশিয়া তাদের বর্ণমালা পরিবর্তন করে ফেলেছে? তারা ভাব প্রকাশ করে মালয় ভাষাতেই; কিন্তু লেখার সময় লেখে ইংরেজি বর্ণ দিয়ে। বিগত পঞ্চাশ বছরের কিছু সময় ধরে এটা ঘটেছে। প্রথম কয়েক বছর এটা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব সমস্যা হয়েছে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম যারা কখনই আদি মালয় বর্ণমালা দেখেনি, তাদের তো আর কোনো সমস্যা হয়নি। এবং একটা জেনারেশন কষ্ট করে সেটাকে অতিক্রম করেছে।

বাংলাদেশেও কি তেমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে? এখন যেভাবে চলছে তাতে আজ থেকে বিশ বছর পর যদি এমন কিছু হয় আমি মোটেও অবাক হবো না। কিন্তু এটাই কি পরিণতি? এটাই কি কাম্য? যে ভাষার জন্য মানুষ রক্ত দিয়েছে, এই পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়েছে, সেই ভাষার কি এই পরিণতি হতে পারে?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, এই ভাষারও এমনটা হতে পারে। এই পৃথিবীতে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি দ্বারা। আজ মানুষ হিন্দি আর চায়নিজ শিখছে নিজের শখে নয়; অর্থনৈতিক কারণে। আগামী কয়েক বছরে পুরো পৃথিবীতে ভারতীয় সিনেমা এবং গান প্রভাব ফেলবে তার একমাত্র কারণ হলো অর্থনৈতিক শক্তি। দরিদ্র দেশের সংস্কৃতি দরিদ্র হয়। দরিদ্র দেশের ভাষা দরিদ্র হয়। সবকিছুর সঙ্গে একটা দারিদ্র্য জড়িয়ে থাকে। সেই জাতি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই হিমশিম খায়, সেখানে ভাষা গেলো নাকি সঙ্গীত গেলো সেটা বুঝে উঠতে পারে না। প্রযুক্তি যেভাবে আমাদের কাছে সহজলভ্য হচ্ছে, তাতে এটা একটা বিশাল হুমকি নিয়ে হাজির হয়েছে। আমরা পারবো না প্রযুক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে; উপরন্তু এটাকে আমরা আঁকড়ে ধরছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালা।

অনেকেই হয়তো এটাকে মেনে নিতে পারবেন না। তারা বিশ্বাস করতে চান, এটা তো ঠেকানো যাবেই। তাদের জন্য কিছু তথ্য দিচ্ছি। এই বাংলাদেশ বিগত পনেরো বছরে বাংলা বর্ণমালা নিয়ে কী করছে তার একটা ছোট ফিরিস্তি দিচ্ছি।

বিগত পনেরো বছরের অধিক সময় ধরে এই দেশ চেষ্টা করছে একটি আদর্শ বাংলা কি-বোর্ড এবং কোডিং সিস্টেম তৈরি করতে। মিটিংয়ের পর মিটিং হয়েছে; কাজ হয়নি, মারামারি হয়েছে। আমরা সবাই পন্ডিত; তাই অন্য পন্ডিতদের কথা শুনতে পারি না। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে"- আমরা হলাম এই নীতিতে বিশ্বাসী। একলা চলতে চলতে দেশে এখন কয়েক ডজন বাংলা কি-বোর্ড এবং কোডিং সিস্টেম আছে। ফলে একজনের তৈরি করা ফাইল আরেকজন খুলতে পারে না। এর ফলে আমরা কোনো ডাটা-এন্ট্রি বাংলায় করতে পারি না। এন্ট্রি করতে পারি, কিন্তু সর্ট করতে পারি না। সার্চ করতে পারি না (ইংরেজি বর্ণমালা ব্যবহার করলে অবশ্য এই ঝামেলা উঠে যায়)। বিগত দশ বছর ধরে মাইক্রোসফট এবং ইউনিকোডে যে বাংলা ব্যবহৃত হয়, সেটা বাংলাদেশের বাংলা নয়; ভারতীয় বাংলা, যা ঠিক আমাদের মতো নয়। অনেক বর্ণ উল্টাপাল্টা আছে। কিন্তু আমাদেরকে সেটাই মেনে নিতে হচ্ছে। যে জাতি পনেরো বছরে এটাকে একটি আদর্শ মানে নিয়ে আসতে পারেনি, তারা সহসাই সব কিছু ঠিক করে ফেলবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

তার মানে কি আমাদের এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই?

এর দুটি রাস্তা খোলা আছে। একটি হলো, প্রিয় বর্ণমালার কথা ভুলে গিয়ে সবাই মালয়েশিয়ার মতো ইংরেজি বর্ণমালাকেই নিজেদের বর্ণ হিসেবে বেছে নেয়া। একবার চোখ কান বন্ধ করে কবুল বলে ফেললে তারপর আগামী পনেরো বছরে এটাই সবার চোখে মানিয়ে যাবে। কিন্তু এটা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। মানুষ আবার রক্ত দিতে রাস্তায় নামবে। দেশে আরেকটি বায়ান্ন হয়ে যাবে। (কিন্তু এটা এখনি রুখে না দাঁড়ালে অবস্থার যে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, সেটা কে ঠেকাবে?)

আর দ্বিতীয় পথ হলো, এখনি রুখে দাঁড়ানো। রুখে দাঁড়াবার এই তো সময়। কিছু কিছু উদ্যোগ যে নেই তা নয়। তবে হুমকি এতো বড় যে, এর প্রতিরোধের শক্তি ততটা বড় নয়। কম্পিউটারে বাংলায় অপারেটিং সিস্টেম লেখার চেষ্টা চলছে। কয়েকটি মোবাইল ফোন কোম্পানি বাংলায় এসএমএস করার চেষ্টা করছে। শতকরা কত ভাগ গ্রাহক সেই বাংলা এসএমএস ব্যবহার করছে সেটা তারাই ভালো বলতে পারবেন। এই উদ্যোগের বেশির ভাগ চেষ্টাই হলো ফেব্রুয়ারি মাস। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের প্রেম দিয়ে কিন্তু এটাকে ঠেকানো যাবে না। এটাকে ঠেকাতে হলে প্রয়োজন সত্যি সত্যি বারো মাসের প্রেম, বাংলাভাষা এবং বর্ণমালার প্রতি প্রেম। দেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো, কম্পিউটার কোম্পানি, সরকার এবং বাংলা একাডেমী একত্রে বসে এখনি একটা শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রযুক্তির কাছে বর্ণমালাকে আত্মাহুতি না দিয়ে প্রযুক্তিকে বশ বানাতে পারে। ভারত, চীন, কোরিয়া, জাপান সবার ভাষা আমাদের চেয়ে জটিল। তারা তো ঠিকই এটাকে বশ মানিয়েছে। তাহলে আমরা পারবো না কেন? পারবো অবশ্যই। তবে এর জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপটি আমাদেরই নিতে হবে। বাইরে থেকে এসে এটা কেউ করে দেবে না। ভেতর থেকেই এই শক্তির জন্ম হতে হবে। তেমন একটি শক্তির উত্থান দেখার জন্য আছি।

ইমেল: **zs@rankstel.net**

বানিজ্যিক দ্বন্দ্বে বাংলা বর্ণমালা

মুহাম্মদ রেজা শরীফ

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে বাঙলা টাইপ রাইটারের জন্য কিবোর্ড লেআউট উপস্থাপন করেন যা ছিল বানান ও যুক্তাক্ষরজনিত সমস্যামুক্ত। তিনি লিপি ব্যবহারের পৌনঃপুন্যতা (ফ্রিকোয়েন্সি নিরূপণের জন্য প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আব্দুল হাই, ইব্রাহীম খাঁ'র রচনাংশ এবং দৈনিক ইত্তেফাকের কলামের মোট ৬৪৯১টি শব্দ থেকে অক্ষর ও চিহ্ন গণনা করেন। এগারটি স্বরবর্ণ, ঊনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ, সাতটি কার চিহ্ন, ছয়টি ফলা, দুই শতাধিক যুক্তাক্ষর এবং নয়টি সংখ্যা সীমিত প্রযুক্তির টাইপ রাইটারের দুই স্তরের বিরান্নবইটি কিতে সন্নিবদ্ধকরণ ছিল রীতিমতো দুঃসাধ্য কাজ। বহুল ব্যবহৃত বর্ণগুলোকে প্রথম স্তরে এবং স্বল্প ব্যবহৃত বর্ণগুলোকে দ্বিতীয় স্তরে স্থাপন করেন এবং নুক্তা ব্যবহার করে বর্ণ ও কার সংখ্যা কমিয়ে আনেন। এটি ইংরেজি লেআউটের চেয়েও অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও গবেষণাপ্রসূত। ইংরেজি লেআউটে বর্ণ বিন্যাস পৌনঃপুন্যতায় তৈরি না হওয়ায় তাতে টাইপিংজনিত যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তা নিরসনে ১৮৮৮ সালে ফ্র্যাঙ্ক ম্যাকগুরিন টাচ টাইপিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যাতে করে মিনিটে ১০০ শব্দ টাইপ করা সম্ভব যা এখনা অনুসরণ করা হয়। মুনীর লেআউটেও সহজে, অল্প সময়েও দ্রুতগতিতে টাইপিং আয়ত্ত করার জন্য টাচ টাইপিং পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এমনকি ফুটপাতে বসে যারা টাইপিংয়ের কাজ করত, তাদের ছন্দোময় গতিতে টাইপ যে সুরের সৃষ্টি করত তা ভুলবার নয়।

প্রচলিত টাইপ রাইটারের মাধ্যমে নথিবদ্ধকরণ, মুদ্রণ, প্রকাশন ও আদান-প্রদানে সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে আশির দশকে তথ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ (একই তথ্যকে বারবার টাইপ করা) ছাড়া সংগৃহিত ও সংরক্ষিত অবস্থা থেকে সহজে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। পাশাপাশি প্রকাশনে বৈচিত্র্য আনার জন্য ব্যাপক হারে ফন্ট তৈরির হিড়িক পড়ে। একই সঙ্গে প্রযুক্তির প্রসারতা লাভ ও দক্ষতা সৃষ্টি হয়। ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগুলো ল্যাটিন শ্রেণীভুক্ত ভাষা থেকে জটিলতর হওয়ায় সেসব ভাষায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ কঠিন হয়ে পড়ে। মেধা, দক্ষত ও শ্রম দিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে এ জটিল সমস্যার সমাধান করা হয়। কেউ ফন্ট তৈরি সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে লেআউট পরিবর্তনের মতো শিশুসুলভ আচরণ করেনি, কেউ প্রচলিত টাইপ রাইটারের লেআউটকে দিয়ে নিজের মনগড়া লেআউট তৈরি করে সমস্যার সহজ সমাধানে সম্পৃক্ত হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৯৩০ সালে অগাস্ট ডিভোরাক বিজ্ঞানসম্মত একটি টাইপ রাইটার উদ্ভাবন করেন যা দিয়ে প্রচলিত GWERTY-এর চেয়ে ২০% দ্রুতিগতিতে ও ৫০% সঠিকভাবে টাইপ করা সম্ভব ছিল। তাতে নতুন করে টাইপ শেখার বিড়ম্বনার কথা বিবেচনা করে তা গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের ফন্ট ভেন্ডররা কীভাবে ভুলে গেলেন দক্ষ টাইপিস্টদের কথা, যারা টাইপ মেশিনের আমল থেকে মুনীর লেআউট ব্যবহারে পারদর্শী। মুনীর চৌধুরীর গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যাবলী কেন উল্টিয়ে দেখেননি। বহির্বিশ্বে শুধু ওয়ার্ড প্রসেসিং নয়, ডাটা স্টোরেজ, ইন্ডেক্সিং ও সর্টিংয়ের মতো বহুবিধ জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হয়, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সঙ্গে। একই সঙ্গে বিশ্বের সকল দেশ কম্পিউটার বাজারজাত, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার করার আগে তাদের নিজস্ব ভাষায় ইন্টারফেস তৈরি করেছে তাদের প্রচলিত টাইপ রাইটারের লেআউটকে মান ধরে।

আমাদের দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরামর্শদাতারা বেমালুম ভুলে গেলেন আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাঙলা এবং সর্বস্তরে এর ব্যবহার ছিল সহজাত অপটিমা মুনীরের আমলে। বাঙলা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান না করে উনারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে কম্পিউটার ও তদসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি কিনলেন কি জন্য তা বোধগম্য নয়। কেন উনারা মুনীর লেআউটকে মান ধরে ফন্ট তৈরিতে মনোনিবেশ করেননি? বাঙলায় অপারেটিং সিস্টেম চালু করার কথা ভেবে দেখেননি। তাদের অদূরদর্শিতায় এবং ব্যবসায়ীদের অসাধুতার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ হচ্ছে এবং হবে- সংরক্ষিত তথ্যগুলোকে সঠিক পদ্ধতিতে পুনরায় সংরক্ষণ করতে। একই তথ্যকে বারবার টাইপ করে সংরক্ষণ করার জন্য কম্পিউটারের আবিষ্কার হয়নি। টাইপ রাইটার ও ওয়ার্ড প্রসেসরের পার্থক্য নিরূপণের সাধারণ জ্ঞান যদি না থাকে তা হলে তো উনারা পদে আসীন থাকার যোগ্যতা রাখেন না।

বাজারে প্রচলিত লেআউটগুলো ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী করা হয়নি। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ একই কিতে রাখলে ফ্রিকোয়েন্সি থাকে না। স্বল্প ব্যবহৃত অল্পপ্রাণ বর্ণ প্রথম স্তরে এবং অধিক ব্যবহৃত মহাপ্রাণ বর্ণ দ্বিতীয় স্তরে চলে যায়। উপরন্তু, কেউ তাদের লেআউটে কিভাবে টাচ টাইপ করতে হবে সে বিষয়ে কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন বা সংযোজন করেননি। উনারা কি টাচ টাইপ করেন না? কেন মুনীর লেআউটকে বাদ দিয়ে উনাদের মনগড়া লেআউট সংযোজন করা হলো তার উত্তরে সব সময় বলা হয়ে থাকে, কম্পিউটারে মুনীর লেআউট অনুসরণ করা অসম্ভব। অথচ উনারাই পরবর্তীতে পেশাদার টাইপিস্টদের চাপের মুখে নিজেদের ইন্টারফেসে মুনীর লেআউটের সুবিধা প্রদান করেন। যদি মুনির লেআউট দেয়া হয়, তাহলে নিজস্ব লেআউট রাখার মানে কি? কেন এই হটকারিতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা? উনারা কেন বুঝতে পারেন না লেআউটের জনপ্রিয়তা আর কিবোর্ডের জনপ্রিয়তা এক নয়। লেআউট কপিরাইটমুক্ত এবং কিবোর্ড কপিরাইটযুক্ত -এ চিরন্তন ও সহজ সত্যটি কেন উনাদের বোধগম্য নয়। অতি সাম্প্রতিক

কালে বহুল পরিচিত বাংলা ইন্টারফেস থেকে মুনীর লেআউট উঠিয়ে নিয়ে দক্ষ টাইপিস্টদের বাধ্য করা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক অসামঞ্জস্য ও উদ্ভট লেআউট শিখতে। অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে টাইপিস্টদের কথা চিন্তা করে নতুন ভার্সনের অপারেটিং সিস্টেমে আপগ্রেড হতে পারছেন না। যেহেতু পুরানো ইন্টারফেসটি নতুন ভার্সানের অপারেটিং সিস্টেমে চলবে না আবার নতুন ইন্টারফেসটিতে মুনীর লেআউট নেই। বাণিজ্য করার জন্য যে এটা করা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কর্মকর্তারা (অপেশাদার দুই আঙুলের টাইপিস্ট! যাদের অধিকাংশ টাচ টাইপ না শিখে কিবোর্ড দেখে দেখে টাইপ করেন আর গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ান যে উনারা টাইপ করতে পারেন।) কেন মুনীর লেআউট বাদ দিয়ে উদ্ভট ও বানোয়াট কিম্ভূতকিমাকার লেআউট শিখতে গেলেন- যখন শুরুতে মোটামুটি সব কয়টি ইন্টারফেসই মুনীর লেআউট সংযোজিত ছিল। পেশাদার টাইপিস্টদের কথা চিন্তা না করে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যাপারটি চেপে যান। সেই ফাঁকে মুনির লেআউটের পরিবর্তে এ উদ্ভট লেআউটের আবির্ভাব ঘটে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাদার টাইপিস্টরা মুনীর লেআউট ব্যবহার করতে থাকেন এবং কর্মকর্তারা টাইপিং'র নামে অন্যটি ব্যবহারের পাঁয়তারা করতে থাকেন। যেহেতু টাইপ রাইটারের আমলে আমাদের দেশের কর্মকর্তারা টাইপিং একটি নিম্নশ্রেণীর কাজ বলে টাইপ মেশিন ছুঁয়েও দেখতেন না সেহেতু উনারা লেআউট সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। এক অসাধু ব্যবসায়ী এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে একচেটিয়া বাণিজ্য করতে থাকেন। প্রবাসী বাঙালিরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলা লেআউট বিষয়ক অনেক সমাধান দিয়েছেন। কেন উনারা সেগুলো পড়ে দেখেননি? কেন উনারা স্থানীয় স্বেচ্ছাচারী অসাধু ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়লেন? নিজেদের অজ্ঞতা ফাঁস হয়ে যাবে বলে? কিবোর্ড প্রমিতকরণ কমিটি কেন এতো বছর লেআউট

সংক্রান্ত জটিল বেড়াজালে আটকে গেলেন। কেন উনারা বুঝতে পারছেন না এ অসাধু ব্যবসায়ী নানা ছল-চাতুরি করে লেআউট সংক্রান্ত জটিলতা পাকিয়ে সময় নিচ্ছেন যাতে করে ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে উনার নিজস্ব লেআউট ব্যবহারে বাধ্য করে তা জনপ্রিয় করতে চাইছেন। এ অসাধু ব্যবসায়ী সম্পর্কে সাধারণ ব্যবহারকারীদের সতর্ক করা তো দূরের কথা, উপরন্তু এদের কমিটির মিটিংয়ে ডাকা হয় এবং উনি সহজেই হটকারী কার্যকলাপের মাধ্যমে মিটিং বানচাল করেন। আমাদের সংবাদ মাধ্যমগুলোর ভূমিকা এখানে বিতর্কিত। এরা এ অসাধু ব্যবসায়ীকে হিরো বানিয়েছেন। উনার লেআউটের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির পরিবর্তে উনার যুক্তিহীন বিভ্রান্তিকর লেখা ছাপাচ্ছেন। উনার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দু-চারজন সোচ্চার হয়েছেন তাদের লেখা পত্রিকায় ছাপা হয়নি। বর্তমানে 'মাইক্রোসফ্ট উইনডোজ এক্সপি সার্ভিস পেক টু' বাঙলা সাপোর্ট করে। অধিকন্তু তারা লেআউট তৈরির সফ্টওয়্যার বিনামূল্যে প্রদান করছে। এখন আর কোনো ইন্টারফেসের দরকার নেই। মাইক্রোসফ্ট প্রদত্ত সফ্টওয়্যার দিয়ে সহজেই মুনীর লেআউট তৈরি করে তা ব্যবহার করা সম্ভব। পাশাপাশি ইউনিকোড ভিত্তিক ফন্ট ব্যবহার করলে তো আর কোনো সমস্যা থাকছে না। ভুল- আপনারা কি ভাবছেন এ অসাধু ব্যবসায়ী উনার ব্যবসা গুটিয়ে ফেলবেন। যারা সঠিক পথে এগোচ্ছেন এবং অন্যদের এগুতে বলছেন তাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো জিহাদে নেমেছেন। আবারও পত্রিকাগুলো নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত যে, আমাদের ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের চেয়ে মাইক্রোসফ্ট জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশি। এদের ওয়েবসাইটে বাঙলা স্ক্রিপ্টিং ইঞ্জিনের কার্যবিধির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি তার প্রমাণ। পাশাপাশি কিবোর্ড প্রমিতকরণ কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত সভ্যদের বাঙলা সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে দুঃখ পাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। উনাদের না আছে ভাষা বিষয়ক জ্ঞান, না প্রযুক্তি বিষয়ক। স্থান লিখতে হয় স ◌্ থ দিয়ে, স ◌্ হ দিয়ে নয়। স ◌্ থ কিভাবে স্থ বা স্ম হয়ে যায় এ বিষয়ক প্রযুক্তি উনাদের কি জানা আছে? স্থ কিন্তু ভুল নয়। এটাই আদি এবং স্বচ্ছ রূপ। ৎ 'র আলাদা মানের দরকার অন্য কারণে। ৎসুনামি লিখতে ৎ লাগে এ যুক্তিতে ৎ'র পূর্ণ বর্ণ হিসাবে মান দরকার এ হাস্যকর যুক্তিও উনাদের রিপোর্টে দেখা যায়। ত ◌্ দিয়ে ৎ এবং এ প্রযুক্তিতে ৎসুনামি লেখা যায়। যদিও বর্তমান ৎ 'র নিজস্ব মান নির্ধারিত হয়েছে-এ কারণে যে, ত ্ দিয়ে অনেকগুলো যুক্তাক্ষর আছে, সেগুলো লিখতে গেলে সমস্যা হয়। যেমন ত ◌্ ত লিখতে গেলে ত্ত না হয়ে ৎত হয়ে যায়। ZWJ ও ZWNJ দিয়ে যদিও PR-30 (ৎ জনিত সমস্যা), PR-37 (য ফলা জনিত সমস্যা) সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছিলো। তথাপি ব্যবহারের সুবিধার্থে ৎ নিজস্ব মান প্রদান করা হয়েছে। য ফলা'র জন্য প্রস্তাবনা ইউনিকোড বিবেচনাধীন। য ◌্ দিয়ে য ফলা লিখলে র য ফলা লিখতে গেলে রেফ য হয়ে যায়- এ জন্যেই য ফলার আলাদা মান দরকার। ক ◌্ ষ ক্ষ হলে কেন উনারা ক্ষ'র জন্য আলাদা মানের কথা বলছেন? ক্ষার ক্ষ দিয়ে শুরু হয়- এ যুক্তি উনারা দেখিয়েছেন। কেন বুঝতে পারছেন না যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ শুরু হলে তার জন্য আলাদা মানের দরকার নেই। ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের কাছে কি কোনো প্রস্তাবনা পাঠিয়েছেন? উনারা কি জানেন কিভাবে ZWJ ও ZWNJ ব্যবহৃত হয়। PR-30 ও PR-37 ইস্যুতে উনাদের কোনো অবদান তো দেখিনি? কমিটির কাজ হওয়া উচিত লেআউট সংক্রান্ত আলোচনা এবং থাকা উচিত যুক্ত বর্ণের আদি রূপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। উনানের রিপোর্টে মুনীর চৌধুরীর গবেষণার কথা উল্লেখ্য আছে, যা প্রমাণ করে এটা কতোটা বিজ্ঞানীভিত্তিক এবং এটা আমাদের চিরায়ত লেআউট। তাহলে তো বিতর্কের অবকাশ নেই। বর্তমানে মাইক্রোসফ্ট বাঙলা অপারেটিং সিস্টেম বানাচ্ছে, তাদের ভ্রিন্দা ফন্ট আপডেট করছে এবং আরো দুটি ফন্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে। উনারা কি কোনো বাঙলা লেআউট মাইক্রোসফ্টকে প্রদান করেছে? ফন্ট বিষয়ক কোনো প্রস্তাবনা কি পাঠিয়েছেন? আলোচনায় খন্ড ত, য ফলা নিয়ে উদ্ভট কথা বলেই সারা। উনারা কি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন? ইউনিকোডে বাঙলার অন্তর্ভুক্তিতে উনারা কি করেছেন? উনাদের কি ইউনিকোড সম্বন্ধে কোনো ধারণা আছে? থাকলে হটকারী কথাবার্তা বলতেন না যে বাঙলাদেশের জন্য বাঙলা বর্ণমালার আলাদা মান দেয়া উচিত। ইউনি অর্থ হচ্ছে এক ও অভিন্ন। পৃথিবীর সকল ভাষাকে এক ভাষারূপে কম্পিউটারে চিহ্নিতকরণের অভিপ্রায়ে এবং একই কিবোর্ড দিয়ে সব ভাষা টাইপ করার সুবিধার্থে ইউনিকোডের ধারণাটি এসেছে। বাজারে নন-ইউনিকোড ভিত্তি (লেআউট নির্ভর) ফন্টগুলো বাজেয়াপ্ত করে সকলকে সচেতন করতে উনারা কি করছেন? যুক্তাক্ষরগুলো স্বচ্ছরূপে থাকা উচিত ফন্টগুলোতে। এই সংক্রান্ত কোনো গাইড লাইন কি উনারা প্রদান করেছেন? বাজারে ইউনিকোডের নামে অনেকগুলো ফন্ট চালু আছে। [শুরুতে যে সকল পত্রিকা অনলাইন ভার্সনে গেছে, তারা এর ভুক্তভোগী- নন ইউনিকোড থেকে সেমি ইউনিকোড, এখন তাদের আবার সেমি ইউনিকোড থেকে ইউনিকোড তথ্য প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার বিভাগের লোকজন বিশেষ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আর এ জন্যই বাঙলা লেআউট বিষয়ক গঠনমূলক লেখা উনারা পত্রিকায় ছাপেন না। এখানেও আমরা দেখতে পাই কীভাবে এ অসাধু ব্যবসায়ী উনাদের জব্দ করে রেখেছেন।] সেগুলোতে যুক্তাক্ষর তৈরির সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি। সে বিষয়ে নির্মাতা এবং ব্যবহারকারীদের কি কোনো সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন? অসাধু ব্যবসায়ীদের কথা না হয় বাদই দিলাম, বিভিন্ন সংস্থার তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কমিটির লোকজনের কেন তা জানা থাকবে না। এ সব তথ্যাদি ইন্টারনেটে অঢেল। প্রবাসী বাঙালি, মাইক্রোসফট ও ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামকে আমাদের মাধ্যমগুলো সাধুবাদ দিয়ে জনগণকে সচেতন না করে যিনি মূর্খ গোঁয়ারের ন্যায় অকথ্য ভাষায় উনাদের গাল-মন্দ করছেন উনার লেখা পত্রিকায় ছাপানো হচ্ছে। এ অসাধু ব্যবসায়ী ইউনিকোড, মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন পত্রিকায়, উনিই আবার ইউনিকোড ভিত্তিক ইন্টারফেস বাজারে বিক্রি করছেন। যে পত্রিকা উনার লেখা ছেপেছিল তারা কি তা জিজ্ঞেস করেছেন উনাকে? হায়রে সংবাদ মাধ্যম! এতো বছরেও মাধ্যমগুলো কি জানে না এসব অসাধু ব্যবসায়ীরা শুরু থেকে অপরের কাজ চুরি করে নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। [উনারা ইন্টারনেট ভার্সান দিতে গিয়ে যে সমস্যায় পড়েছিলেন তাতো এ অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মূর্খতা এবং অদূরদর্শিতার জন্যই। ইংরেজি বর্ণমালার মান ব্যবহার করে এবং ইংরেজি অক্ষর সরিয়ে গ্লিফে বাঙলা অক্ষরের ছবি বসিয়ে যখন ফন্ট তৈরি করালেন তাতে তথ্য হয়ে গিয়েছিল লেআউট এবং ফন্টভিত্তিক। যুক্তাক্ষরগুলো সঠিক পদ্ধতিতে করা হয়নি বলে তা ওয়েবে দেখার সময় ফেটে যেত। ফন্ট তৈরির পদ্ধতির অতি সাধারণ জ্ঞান-কার্নিং, হিন্টিং, স্পেসিং সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকলে তো তা হওয়ার কথা নয়। এক ফন্ট থেকে কপি করে তা নিজের বলে চালিয়ে দিলে স্ক্রিনে তা দৃষ্টিকটূ লাগে যা এ ব্যবসায়ীর ফন্টগুলোতে দেখা যায়। ইন্টারফেসটি এতোই নিম্নমানের যে তা বিনে পয়সায় দিলেও ব্যবহার করা উচিত নয়। এটি ব্যবহার করে অধিকাংশ কম্পিউটারে সমস্যা দেখা যায়। এ ব্যবসায়ী তো তার সমাধানে এগিয়ে আসেন নি। যারা বাঙলা ওয়েব সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান দিয়েছেন উনাদের বিরুদ্ধেও উনি কম কটূ কথা বলেনি। এগুলোও পত্রিকাওয়ালা ছেপেছে!] ইউনিকোড সংক্রান্ত বিষোদগার এবং পরপরই ইন্টারনেট বিনামূল্যে প্রদত্ত ইউনিকোড ভিত্তিক ইন্টারফেস নকল করে নিজের নতুন ভার্সন প্রদান কি তার প্রমাণ করে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আপগ্রেড ভার্সনগুলো বিনামূল্যে ক্রেতাদের পাওয়া উচিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা কি এ সাধারণ বিষয়টি জানেন না? নাকি আমরা দুষ্ট প্রবৃত্তির ঘূর্ণিজালে ঘুরপাক খাচ্ছি? - অসাধু ব্যবসায়ী > তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী > প্রমিতকরণ কমিটি > সংবাদ মাধ্যম > অসাধু ব্যবসায়ী।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে সিস্টেম এনালিস্টদের অনুরোধ জানাচ্ছি, বাঙলা লেআউটজনিত সমস্যা দূরীকরণে মুনীর লেআউটকে গ্রহণ করতে এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণে ইউনিকোড ব্যবহার করতে যাতে করে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কম্পিউটারে বাঙলার ব্যবহারে সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ করে স্বাচ্ছন্দ্য ও গৌরব বোধ করে। আর তাতেই অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাঙলা স্বগৌরবে তথ্য বিপ্লবে সমকাতরে শামিল হবে এবং বিজাতীয় ভাষার আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা পাবে।